পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

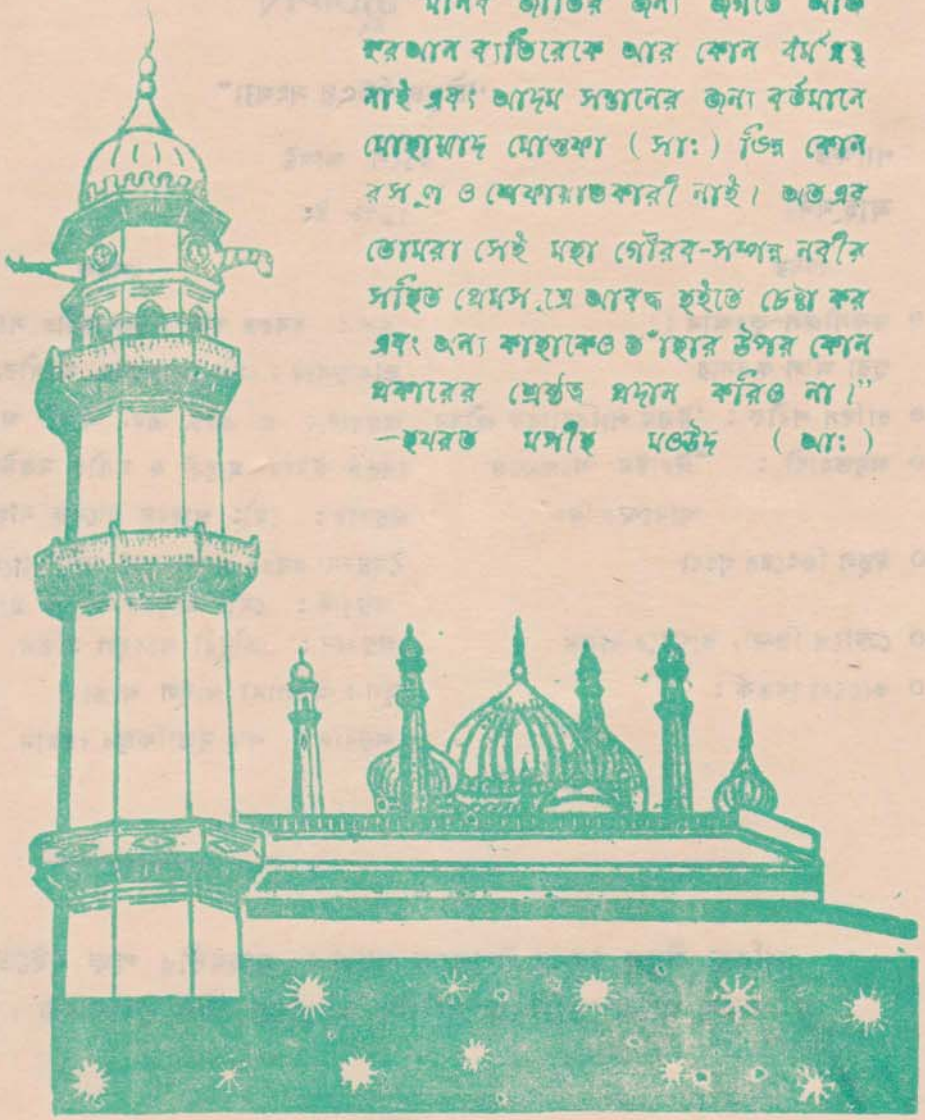

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট, ১৯৭৮ ইং : ২৬শে রমযান ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

"ঈদুল ফিৎর সংখ্যা"

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৮ ইং | ৩০শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সুরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃআঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'উত্তম পারিবারিক জীবন'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ অমৃতবাণী : "ঈদাইন অপেক্ষাও আনন্দের দিন"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
০ ঈদুল ফিৎরের খুৎবা	সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
০ ক্রোশে জিন্দা, কাশ্মীরে দাফন	অনুবাদ : চৌধুরী আবদুল মতিন	১৬
০ কায়রো বিতর্ক :	মূল : মওলানা আবুল আতা অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৭

পবিত্র ঈদুল ফিৎর উপলক্ষে পাক্ষিক আহমদীর পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকার সমীপে আন্তরিক 'ঈদ মোবারক'।

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট, ৩১শে যহুর, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সুরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২০। আঁ-হযরত (সাঃ) মক্কা বিজয়ের সময়ে যে প্রকার ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দুশমনগণকে لا تثريب عليكم اليوم "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই" বলিয়াছিলেন, উহাও তাঁহার মহান ও অনতিক্রম্য আদর্শের অপূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় আছে, যাহার মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গভীর মনো-বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় সেদিকে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ হয় নাই। সকলেই জানে হযরত বেলাল (রাঃ) হাবশী গোলাম ছিলেন। গোলামী অবস্থায় তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বড়ই নির্যাতন করিত। কখনও তাঁহাকে পাথরের উপর দিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইত, কখনও তাঁহাকে গরম বালুর উপর শোয়াইয়া জুতা পায়ে দিয়া তাঁহার বুকের উপর দাপাদাপি করিত এবং বলিত "একরার কর যে, দেবদেবীরও ক্ষমতা আছে।" কিন্তু তিনি সব কষ্ট স্বীকার করিয়া বলিতেন اشهد ان لا اله الا الله "আমি সাক্ষী দিতেছি যে, খোদা এক, কেহ তাঁহার শরীক নাই।" হযরত বেলাল (রাঃ) যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যেরূপ নির্যাতন করা হইয়াছিল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিশ্চয়ই ভাবিতেছিলেন যে, যখন ইসলামের বিজয় হইবে তখন আমরা কাফেরগণের উপর ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং রসুল করীম (সাঃ) এবং সাহাবা (রাঃ আঃ)

আমার উপর অত্যাচারের শক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন।" এই স্বাভাবিক কথা নিশ্চয় তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন মক্কা বিজয় হইল এবং আবু সুফিয়ান বলিল, "আমি আপনার স্বজাতি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন"। তখন আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "যে ব্যক্তি খানা-কাবায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাকে ক্ষমা করা হইবে, যে আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাকে ক্ষমা করা হইবে এবং যাহারা নিজ নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে অবস্থান করিবে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। ইহার অর্থ এই যে সাধারণভাবে সকলের জন্য ক্ষমার দরজা খুলিয়া দেওয়া গেল" এদিকে বেলাল (রাঃ)-এর মনের আগুন মনেই জ্বলিতেছে। আঁ-হযরত (সাঃ), যিনি স্বীয় দুশমনগণের মনোভাবের সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন, তিনি কিরূপে এক মুখ লস সিপাহীর বিষয়কে উপেক্ষা করিতে পারেন? তাই তিনি উপরের তিনটি হুকুম দেওয়ার পর চতুর্থ আর এক আদেশ দিলেন যে, আমি বেলাল (রাঃ)-এর হাতে এক পতাকা দিলাম। যাহারা তাহার পতাকাতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকেও ক্ষমা করা হইবে। এইভাবে তিনি নিজের দেওয়া ক্ষমাকে বেলাল (রাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর করিলেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইল যে বেলাল (রাঃ)-এর পতাকাতলে সমবেত ব্যক্তিগণকে হযরত রসুল করীম (সাঃ) ক্ষমা না করিয়া বরং যেন বেলাল (রাঃ) ক্ষমা করিলেন। এতদ্বারা তিনি বেলাল (রাঃ)-এর অন্তরকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার এই গৌরব লাভ হইল যে, যাহারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্ষমা চাহিলে, তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা পাইবে। এইভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) বেলাল (রাঃ)-এর প্রতি নির্যাতনের মহান প্রতিশোধ তাহারই দ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং মক্কাবাসীগণকে ক্ষমাও দেওয়াইয়া দিলেন। এইভাবে তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-এরও খেয়াল রাখিলেন এবং তাঁহার অনুভূতিকেও ক্ষুন্ন হইতে দিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি মক্কাবাসীদের প্রতিও খেয়াল রাখিলেন এবং তাহাদিগকেও ক্ষমা করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ এই প্রকারের প্রতিশোধের দ্বারা তিনি বিলাল (রাঃ)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত করিলেন এবং অপর পক্ষে মক্কাবাসীগণকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিলেন।

আঁ-হযরত (সাঃ) হুনায়নের যুদ্ধ উপলক্ষে যে প্রকার সাহসিকতা ও তৌহীদের প্রতি একনিষ্ঠতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত কোন নবী পেশ করিতে পারিবেন না। শত শত তীরন্দাজ মুখোমুখী খাড়া ছিল, ইসলামী লস্কর ছত্র ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিলেন এবং দুশমনের চার হাজার লস্করের ঘেরাও এর মধ্যে তিনি আটক পড়িয়া ছিলেন। এরূপ বিপদজনক অবস্থায় তিনি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাই দুশমনগণের দিকে আগে বাড়িতে লাগিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ঘোড়ার লাগাম

আটকাই বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল. আপনি আগে বাড়িবেন না। প্রথমে পশ্চাৎ হঠিয়া লস্করকে একত্রিত করুন এবং তাহার পর দুশমনদের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু তিনি বলিলেন, "হে আবুবকর (রাঃ)! আপনি আমার ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিন।" অতঃরূপ তিনি তাঁহার ঘোড়াকে পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করিলেন এবং উচ্চৈস্বরে বলিলেন,

انا النبى لا كذب — انا ابن عبد المطلب

"আমি নবী, মিথ্যাবাদী নহি কিন্তু ইহা দেখিয়া যে, আমি দুশমনগণের তীর ও তলওয়ারকে উপেক্ষা করিয়া একাই আগে বাড়িয়া যাইতেছি, তোমরা একথা মনে করিওনা যে, মোহাম্মদের মধ্যে ঐশীগুণ আসিয়া গিয়াছে। বরং স্মরণ রাখিও যে, আমি আবদুল মোত্তালেবের সন্তান এবং তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ।" এইভাবে তিনি একদিকে অপূর্ব সাহসিকতা প্রদর্শন করিলেন এবং অপরদিকে তৌহীদকে নিষ্কলুষভাবে কায়েম করিলেন।

২২। এইভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) অপর এক ক্ষেত্রে সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের এক অপূর্ব নমুনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাহাবা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা খবর পাইতে ছিলাম যে, কায়সরের ফৌজ আসিতেছে এবং তাহারা মুসলমানগণের উপর চড়াও করিতে চাহে। আমরা দৈনিক হেফাজতের ব্যবস্থা করিতাম। একদিন রাত্রির বেলায় হঠাৎ শোরগোল উঠিল এবং লোকজন ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কতকজন মসজিদে নববীতে জমা হইলেন এবং কতক লোক ময়দানের দিকে ছুটিলেন। এইভাবে লোকেরা বিভিন্ন দিকে দৌড়াইতে লাগিল। আমরা দেখিলাম আঁ-হযরত (সাঃ) ঘোড়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাহির হইতে আসিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি গোলমাল শুনিয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া বাহিরে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিপদের কোন কিছু দেখিলাম না।" এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, রাত্রি গভীর, কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া তিনি একা বাহির হইয়া গেলেন এবং ইহা এমন এক সময়ে যখন সাহাবা (রাঃ) একত্রে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে ছিলেন যে, তাঁহারা কি করিবেন। ইহার মধ্যে তিনি সন্ধান লইয়া আসিলেন যে, বিপদের কোন আশঙ্কা নাই।

২৩। আঁ-হযরত (সাঃ) লোকদের হক সম্বন্ধে এরূপ সচেতন থাকিতেন যে, একবার নামাযে সালাম ফিরাইয়া তিনি দ্রুতবেগে ঘরে চলিয়া গেলেন। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) আমাদের উপর দিয়া ফাঁদিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হস্তে একটি দিনার দেখা গেল। তিনি বলিলেন যে, গনিমত এবং সদকার যে মাল আসিয়াছিল, উহা বণ্টন করিতে করিতে এই দিনারটি বাকী রহিয়া গিয়াছিল এবং ইহা কোথায় রাখিয়া ছিলাম ইহা মনে ছিলনা। যখন নামাজ পড়িতে ছিলাম তখন উহা কোথায় স্মরণ হইল। তাই নামায শেষ হইবা মাত্র ইহা আনিবার জন্য আমি দৌড়াইয়া ঘরে গিয়াছিলাম যাহাতে আবার ভুলিয়া না যাই এবং আল্লাহর বান্দাগণের হক নষ্ট হইয়া না যায়।

এইভাবে ইতিহাসে এক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বয়স তখন তিন বৎসর। একদিন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট যাকাতের কিছু খেজুর আসিল। ইহা দেখিয়া হযরত হাসান (রাঃ) দৌড়াইয়া আসিয়া একটি খেজুর তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, ইহা

(খেজুর) মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দাও। অবোধ শিশু এবং মিষ্টি খেজুর তিনি ইহা শুনিবেন কেন। তিনি উহা মুখ হইতে ফেলিলেন না। তখন আঁ-হযরত (সাঃ) জোরপুর্বক তাঁহার মুখে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া খেজুরটি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "ইহা দরিদ্রগণের হক, তোমার নহে।"

২৪। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতিও একান্ত প্রবল ছিল। একদা তিনি এক লস্কর লইয়া বিরুদ্ধাচারী তাই কবিলার উপর আক্রমণ করেন। তাহারা পরাজিত হইয়া সকলে বন্দী হইয়া গেল যখন বন্দীদিগকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্মুখে পেশ করা হইল, তখন তাহাদের মধ্য হইতে এক কিশোরী আগে বাড়িয়া বলিল, "আপনি কি আমাকে জানেন।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "আমি জানিনা।" ঐ কিশোরী বলিল, "আমি সেই পিতার কন্যা, যাঁহার বদান্যতার কাহিনীতে সারা আরব মুখর।" এই কিশোরী হাতেম তাই-এর কন্যা ছিল। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "তাহার পিতা দানশীল ছিলেন এবং তিনি দুনিয়া বাসীর সহিত বড়ই সদয় ব্যবহার করিতেন, আমি এইরূপ পিতার মেয়েকে কয়েদ করিতে চাহিনা।" তদনুযায়ী তাহাকে তিনি মুক্তি দিলেন। তখন সে মেয়েটা পুনরায় নিবেদন করিল, "হে আল্লার রছুল, আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, আমি মুক্তি লাভ করি এবং আমার কবিলার সকলে বন্দী হইয়া থাক।" উত্তরে আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "আমি তাহাদিগকেও মুক্তি দিলাম।" পুনরায় সেই মেয়েটা নিজের পলাতক ভাইয়ের সুপারিশ করিল। আঁ-হযরত (সাঃ) তাহার এই সুপারিশও মঞ্জুর করিলেন। ইসলামের উপর হাতেম তাইর কোন এহসান ছিল না। তিনি কেবল নিজের এলাকায় বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার জামাতের জন্য কোন খেদমত করেন নাই। বরং তাহার কওম আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তাহার যুদ্ধ-বন্দীরূপে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্মুখে পেশ হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু হাতেম তাই দরিদ্রগণের প্রতি দয়া করিতেন, শুধু এই জন্যই তিনি তাহার কবিলাকে মাফ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, যে ব্যক্তি আজীবন দরিদ্রগণের সেবা করিয়া ছিল তাহার কওমকে বন্দী রাখা যায় না।

২৫। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আতিথেয়তা সম্বন্ধে এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করিতে চাহি। একবার এক ইহুদী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "আমি আপনার নিকট ইসলাম সম্বন্ধে কিছু কথা শুনিতে চাই।" তিনি তাহাকে নিজ গৃহে স্থান দিয়া পরম সমাদরে রাখিলেন। সে দুই একদিন থাকিল এবং তবলীগ শুনিল। একদিন সে কাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। যে চাদরটি তাহার বিছানার উপর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে উহার উপর মলত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। তখনকার দিনে শুইবার জন্য খাটের চলন ছিল না। যমীনেই লোকে শুইত। আঁ-হযরত (সাঃ) বসিয়া নিজ হাতে ঐ চাদরটি পানি দিয়া ধুইতে ছিলেন। একটি স্ত্রীলোক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পানি ঢালিতেছিল এবং ইহুদীকে গালি দিতেছিল ও বলিতেছিল, যে এইভাবে চাদরে বাহ্যি করিয়াছে আল্লাহতায়ালা তাহাকে ধ্বংস করুক। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "তুমি এরূপ অভিশাপ দিওনা, তুমি জান না তাহার কি কষ্ট হইয়াছিল। হয়ত তাহার পেট খারাপ হইয়া, সে বেসামাল হইয়া গিয়াছিল।"

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৩২। উত্তম পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দ্য ও সন্তানের সুশিক্ষা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩০। হযরত মুয়াবিয়া বিন হাইদাহ রাযি আল্লাহুতায়ালা আন্হু বলেন: "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করিলাম: আল্লাহর রসুল, বিবির হক পতির উপর কি? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, যাহা তুমি খাও, তাহাকেও খাওয়াইবে,। যাহা তুমি পর, তাহাকেও পরাইবে। তাহার চেহারায় কোন আঘাত করিবে না। তাহার কোন ভুলের দরুন যদি তাহাকে শিখানোর জন্য তোমাকে পৃথক থাকিতে হয়, তবে গৃহমধ্যে তাহা করিবে, ঘর হইতে বাহির করিবেনা। [আবু দাউদ কেতাবুন নিকাহ, বাবু হাককুল্ মারয়াতে আলা যাওজেহা, ১ : ২৯১ পৃঃ)

১৩১। হযরত সুবহান বিন বুহদুদ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুক্তি দত্ত কৃতদাস ছিলেন, বলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: 'সর্বোৎকৃষ্ট পয়সা যাহা মানুষ ব্যয় করে. উহা হইল তাহা যাহা সে আপন পরিবার-পরিজনের জন্য খর্চা করে, বা আল্লাহর পথে জিহাদে তাহার সহযোগীর জন্য খরচ করে। ['মুসলিম ; কেতাবুয-যাকাত, বাবু ফাযলিন-নাফকাতে আলাল আইয়ালে ওয়াল মামলুক ; ১—২ : ৪০২ পৃ :]

১৩২। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: যদি আমি কাহাকেও আদেশ করিতে পারিতাম যে, সে অন্যকে সেজদা করে, তবে ভার্যাকে বলিতাম, তুমি তোমার পতিকে সেজদা করিবে।"

('তিরমিযি, কেতাবুন নেকাহ, বাবু হক্কুয্ যাউজে আলাল্ মারয়ে ; ১ : ১৩৮ পৃঃ)

১৩৩। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: স্বামীর উপস্থিতিতে তাহার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী নফল রোজা রাখিবে না এবং তাহার অনুমতি ছাড়া কাহাকেও ঘরে আসিতে দিবে না।" (বুখারী; কেতাবুন নিকাহ, বাবু লাতা যানালা মারআতু ফি বাইতে যাওজেহা ইল্লা বে-ইযনিহি; ১ : ৭৮১ পৃঃ)

১৩৪। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "হালাল (বৈধ) বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় বিষয় তালাক। অর্থাৎ, প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইহার অনুমতি তো আছে, কিন্তু ইহা খোদাতায়ালার বিষণ অপছন্দনীয় বিষয়

(আবু দাউদ, কিতাবুৎ তালাক, বাবু ফি কিরাহিয়াতিৎ তালাক; ১৯৬ পৃ :)

২৩৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"যদি তোমাদের কেহ স্ত্রী গমনের সময় এই দোওয়া করেন : "আল্লাহর নামের সাথে। আল্লাহ আমার, আমাদিগকে শয়তান হইতে রক্ষা কর এবং এই সন্তানকেও শয়তান হইতে নিরাপদ রাখ, যাহা আমাদিগকে দিবে'—তবে তাহাদের জন্য কোন সন্তান আল্লাহ তায়ালার সংকল্পে থাকিলে শয়তানের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকিবে" (বুখারী; কেতাবুদ্‌ দায়াওয়াত, মা ইয়াকুলু ইযা আতা আহলাহু; ১ : ৯৪৫ পৃ: 'মুসলিম, ১-১ : ৬৪৭ পৃ :)

২৩৬। হযরত আয়েশাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন : "একদিন এক দরিদ্র স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিল। তাহার দুইটি শিশু বালিকাকে সে বহন করিতেছিল। আমি তাহাকে তিনটা খেজুর দিলাম। সে দুই বালিকাকে এক একটি খেজুর দিল এবং একটা খেজুর তাহার নিজ মুখে দিল। কিন্তু সে খেজুরটাও তাহার মেয়েরা তাহার নিকট চাহিয়া বসিল। ইহাতে সে ঐ খেজুরটি তাহার মুখ হইতে বাহির করিল। উহাকে দুই ভাগ করিল। একটা অংশ এক মেয়েকে এবং অন্য অংশটা অন্য মেয়েটিকে দিল। আমি তাহার মাতৃ স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট ইহা বলিলাম। তিনি ফরমাইলেন : আল্লাহতায়ালা তাহার এই কর্মের কারণে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করিয়াছেন, অথবা তিনি ফরমাইয়া ছিলেন যে, তাহার এই মাতৃ স্বভাব সুলভ স্নেহের কারণে তাহাকে আগুন হইতে রক্ষা করিলেন।"

('বুখারী ; কেতাবুয যাকাত, বাবু ইত্তাকুন নারা ও লাউ বে শিক্কে তামারাতিন, ১ : ১৯০ পৃ: মুসলিম, ২-২ : ২০৪ পৃ:) (ক্রমশঃ)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

"আল্লাহতায়ালা বলেন, মানুষের সকল কাজ তাহার জন্য (বিভিন্ন উদ্দেশ্যে) হইয়া থাকে, কিন্তু রোজা শুধু আমার জন্যই হয় এবং আমি নিজে উহার প্রতিদান হইব। এবং রোজা মোমেনের জন্য ঢালস্বরূপ।... ...রোজাদারদের জন্য দুইটি আনন্দ নির্ধারিত। একটি আনন্দ সে সেই সময়ে ভোগ করে যখন সে রোজা খোলে, আর অপরটি সে তখন ভোগ করিবে যখন রোজার কারণে খোদাতায়লার সহিত তাহার সাক্ষাত লাভ হইবে" বোখারী)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

'জুময়া এবং ঈদ চাইতেও অধিকতর মোবারক এবং খুশীর দিন।'

'তৌবার অর্থ মানুষ যেন গোনাহ্ ছাড়িয়া পবিত্র হয়।'

"সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি স্মরণ রাখিবেন যে, আল্লাহ্তায়ালা ইসলামে কোন কোন এরূপ দিন নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহা নিতান্ত খুশীর দিন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই দিনগুলিতে আল্লাহ্তায়ালা কল্পনাতীত বরকত ও কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল জুমার দিন। এই দিনটিও বড়ই মোবারক দিন। (হাদিসে লিখিত আছে যে, আল্লাহ্তায়ালা হযরত আদমকে জুমার দিনেই পঁয়দা করিয়াছিলেন এবং সেই দিনেই তাঁহার তৌবা কবুল করিয়াছিলেন। এতদভিন্ন এই দিনটির আরও অনেক বরকত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে। তেমনিভাবে ইসলামে দুইটি ঈদ আছে। এই দুইটি দিনকে অতীব খুশীর দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেও আল্লাল্লাহ্তায়ালা আশ্চার্য্য ধরণের বরকত ও কল্যাণ রাখিয়াছেন। স্মরণ রাখিবে, এই দিনগুলি সন্দেহাতীতভাবে যদিও নিজ নিজ স্থানে মোবারক এবং খুশীর দিন, তথাপি উক্ত সকল দিন অপেক্ষা অধিকতর মোবারক এবং আনন্দপূর্ণ আর একটি দিন আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, মানুষ সেই দিনটির প্রতীক্ষাও করে না, উহার সন্ধানও করে না। অন্যথায়, মানুষ যদি সেই দিনটির কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হইত অথবা উহার পরোওয়া করিত, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটি তাহাদের জন্য নিতান্তই মোবারক এবং সৌভাগ্যের দিন হিসাবে প্রতিপন্ন হইত এবং মানুষ উহার স্বতঃই সমাদার ও যত্ন করিত।

সেই কোন্ দিনটি, যাহা জুময়া এবং দুই ঈদ চাইতেও উত্তম এবং মোবারক দিন? আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, উহা হইল মানুষের তৌবার দিন, যাহা সব চাইতে উত্তম এবং প্রত্যেক ঈদ হইতেও শ্রেষ্ঠ। যদি বল, কেন? তবে শুন, এই জন্য যে মানুষের যে আমলনামা (কর্মলিপি) তাহাকে ধীরে ধীরে জাহান্নামের নিকটে লইয়া যায় এবং ভিতরে ভিতরেই সংগোপনে এলাহী-গজবের নীচে তাহাকে উপনীত করে, সেই দিনটি তাহার ভয়াবহ আমলনামাকে ধৌত করিয়া দেয়, মোচন করিয়া দেয় এবং সেই দিন তাহার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য ইহার চাইতে আর কোন দিনটি খুশী এবং ঈদের দিন বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে, যাহা তাহাকে অসহনীয় জাহান্নাম এবং অপরিসীম এলাহী-গজব হইতে পরিত্রাণ দান করে?" (তকরীর (ভাষণ), ২৮শে আগষ্ট ১৯০৪ইং)

"তৌবার অর্থ 'রুজু' বা প্রত্যাবর্তন। ইহা সেই অবস্থার নাম, যখন মানুষ তাহার পাপ সকল হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলির সহিত তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেইগুলিকে সে যেন তাহার ওয়াতান বা আবাসভূমি স্বরূপ নির্দিষ্ট করিয়াছে এবং গোনাহ্‌র মধ্যেই বসবাস করায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সুতরাং তৌবার অর্থ গোনাহর সেই ওয়াতানকে পরিত্যাগ করা, এবং রুজুর অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা। বস্তুতঃ যে কোন ওয়াতান পরিত্যাগ করা মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া থাকে এবং হাজারো প্রকার দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। একটি গৃহ যখন মানুষ ছাড়িয়া আসে, তখন তাহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং ওয়াতন ছাড়িবার সময় তো তাহাকে সকল বন্ধু-বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয় এবং সকল আসবাব-পত্র, যেমন—খাট-পালং, প্রতিবেশী, পথ-ঘাট, হাট-বাজার ইত্যাদি সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে এক নতুন দেশে যাইতে হয়। অর্থাৎ ঐ পূর্ববর্তী ওয়াতানে সে আর যায় না। ইহার নাম হইল তৌবা। পাপ ও অবাধ্যতার বন্ধু এক রকম হইয়া থাকে, এবং তকওয়ার বন্ধু ভিন্ন রকম। এই পরিবর্তনকে সুফীগণ মৃত্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তৌবা করে, তাহাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। সত্যিকার তৌবা করার সময় বড় বড় প্রতিবন্ধকতা তাহার সামনে উপস্থিত হয়। কিন্তু আল্লাহতায়ালা 'রহীম ও করীম"—তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ঐ সব কিছুর উত্তম বিনিময় দান না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাহাকে মৃত্যু দেন না। ان الله يحب التوابين

(নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তৌবাকারীদিগকে ভালবাসেন "। আল্লাহ্‌তায়ালার এই পবিত্র বাণীর মধ্যে এ ইশারাই রহিয়াছে যে, মানুষ যেহেতু তৌবা করিয়া দীন-দরীদ্র ও অসহায় হইয়া পড়ে, সেজন্য আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করেন এবং তাহাকে নেক ও পুণ্যবানগণের জামাতে দাখিল করেন।" (মালফুজাত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২ ও ৩)

"মাছির যেমন দুইটি পাখা থাকে—একটি আরোগ্যের, আর একটিতে বিষ থাকে। তেমনিভাবে মানুষের দুইটি পাখা আছে। একটি পাপ ও অবাধ্যতার, এবং দ্বিতীয়টি অনুশোচন, তৌবা ও পরিতাপের। ইহা এক অমোঘ নিয়ম। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন তাহার ভৃত্যকে প্রহার করে, তখন সে অনুতপ্ত হয়। যেন তাহার উভয় পাখা যুগপৎ সক্রিয় হয়। বিষের জন্য প্রতিষেধক আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, বিষ কেন সৃষ্টি করা হইল? ইহার উত্তর এই যে, যদিও ইহা বিষ, তথাপি জারিত ও মর্দিত হইয়া উহা ধনন্তরিতে পরিণত হয়। যদি গোনাহ না থাকিত, তাহা হইলে অহংকারের হলাহল মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাইত এবং সে ধ্বংস হইয়া যাইত। তৌবা তাহার প্রতিকার করে। অহংকার ও আত্মশ্লাঘার বিপদ হইতে গোনাহ্‌ মানুষকে রক্ষা করে। যখন নিষ্পাপ নবী (সাঃ) দৈনিক সত্তর বার এস্তেগফার করিতেন, তখন আমাদের কি করা উচিৎ?! গোনাহ্‌ হইতে শুধু ঐ ব্যক্তিই তৌবা করে না, যে গোনাহ্‌র প্রতি আসক্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহ্‌কে গোনাহ্‌ বলিয়া জানে, সে পরিশেষে উহাকে পরিহার করিবে।" (মালফুজাত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩-৪)

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ঈদুল ফিৎরের খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৪শে অক্টোবর, ১৯৭৩ইং, মসজিদ আকসা, রাবওয়া]

মানবজাতির প্রকৃত ঈদ সেই সূর্যোদয়ে (সাঃ) সূচীত হয় যাহার জ্যোতির্বিকাশ (মক্কার) পারানের পর্বত-শৃঙ্গসমূহে ঘটিয়াছিল। সেই ঈদের পূর্ণবিকাশের যুগ তখনই হইবে, যখন ইসলামের সূর্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে স্বীয় জ্যোতির্ময় কিরণে ব্যাপ্ত করিবে।

মুমেন সুলভ আনন্দের সম্পর্ক কুরবাণী, আত্মত্যাগ এবং জিম্মাদারীসমূহ পালনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত।

জামাত আহমদীয়া সহাস্য বদনে ঈদসমূহ উদ্‌যাপন করতঃ ইসলামের গালাবা ও প্রাধান্যবিস্তারের রাজপথে আগাইয়া যাইতে থাকিবে।

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন : সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির ঈদ মোবারক হউক।

ইসলামিক শিক্ষার সৌন্দর্যের সহিত এবং তৎকারণেই ইসলামী উৎসবসমূহেও এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়।

জুমার ঈদ ছাড়া আমাদের জন্য বৎসরে দুইবার ঈদ আসে এবং উভয় ঈদ এক মুমিন মুসলিম আহমদীর জীবনের দুইটি দিক বা ধারার সহিত সম্পর্ক রাখে। এক, সেই ঈদ, যাহা কতক নির্দিষ্ট এবাদত পালনের পর পবিত্র রমজান মাস শেষে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে আমাদিগকে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়, সেই ঈদ, যাহা আর এক প্রকারের এবাদত সমূহ পালনের পর আমরা লাভ করি। মোট কথা, আমাদের মুমেন সুলভ জীবনের সহিত এই দুই ঈদের সম্পর্ক।

ইসলামে ব্যক্ত খুশী ও আনন্দের দার্শনিক তত্ত্ব এই যে, আল্লাহতায়ালা যখন মানুষের প্রতি দয়া পরবস হন এবং তাঁহার সন্তোষ সে লাভ করে, তখনই উহা তাহার জন্য প্রকৃত খুশীর কারণ হয়। এই ধারায় যদিও এক মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ঈদ হইয়া থাকে, কিন্তু কতক জিনিস প্রকাশমান রূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, যাহাতে আমাদের জীবনের সেই (ইহলৌকিক) অংশ যাহার মধ্য দিয়া আমরা অতিক্রম করিতেছি, অথবা সেই (পারলৌকি) অংশ যাহার সম্বন্ধে আমরা গাফিল ছিলাম, তদবিষয়ে পর্যালোচনা করিতে পারি।

মানবজাতির প্রকৃত ঈদ তো সেই সূর্যোদয়ে (সাঃ) সূচিত হয় যাহার জ্যোতির্বিকাশ (পবিত্র মক্কানগরীর) পারানের পর্বত-শৃঙ্গসমূহে ঘটিয়াছিল, যাহা এক জগতকে আলোকিত করিয়াছিল এবং যাহার আলোকছটা অন্ধকাররাশীর বিরুদ্ধে এক মহান এবং

বিজয় মণ্ডিত যুদ্ধ লড়িয়াছিল এবং সকল আঁধারকে দূরীভূত করিয়াছিল। কিন্তু যেরূপ নির্ধারিত ছিল এবং পূর্ব হইতে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তদনুযায়ী উহার কিছুকাল পর অন্ধকারপূর্ণ মেঘরাশী সেই সূর্যের আলোকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। কিন্তু এহন অবস্থা সম্পর্কে শুভসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা মোহাম্মদী নূর আপন গোলামদিগের মাধ্যমে জগতময় পুনরায় উদিত হইবে এবং সমগ্র জগতকে স্বীয় আলোকমালায় ব্যাপ্ত করিয়া অন্ধকাররাশীর চিরতরে অবসান ঘটাইবে।

সুতরাং জামাত আহ্‌মদীয়ার ঈদ তো সেই 'সুবাহ্ সাদেক' (প্রভাত)-এর আবির্ভাবে শুরু হয়, যাহার সংবাদ পূর্ববর্তীগণ দিয়াছিলেন এবং যাহার সুখবর উম্মতে-মুসলেমা হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে লাভ করিয়াছে। এহন 'সুবাহ্ সাদেক' প্রকাশের সহিত ইসলামের ঈদ দৃশ্যমানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং ইহাই আমাদের আনন্দোৎসব করার হেতু বা উপলক্ষ্য। অর্থাৎ এ বিষয়ের অভিব্যক্তি ঘটানো যে, আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও প্রীতিকে যেরূপে আমরা লাভ করিয়াছি, সেইরূপে মানব-জাতির পক্ষে এলাহী রহমত ও ঐশী প্রেমকে লাভ করার এখন সুযোগ ঘটিতে চলিয়াছে। ইহা 'সুবাহ সাদেক'-এর উদয় মাত্র এবং আমাদের ঈদের সূচনা। এবং এই 'সুবাহ্ সাদেক' উদিত হওয়ার পর সেই যুগ আসিবে, যখন ইসলামের সূর্য স্বীয় মহিমা ও পূর্ণপ্রতাপের সহিত মধ্যগগণে পৌঁছিয়া সমগ্র জগতকে উহার জ্যোতির্ময় কিরণে বেষ্টিত ও উদ্ভাসিত করিবে, তখনই আমাদের ঈদ চরম শিখরে উপনীত হইবে। এই সকল (আনুষ্ঠানিক) ঈদ তো, যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছি উল্লিখিত প্রকৃত ঈদেরই কল্যাণ প্রসূত বা ফলশ্রুতি বটে। যদি ইসলাম না আসিত বা কায়েম না থাকিত, তাহা হইলে এত বরকতময় ও সুন্দর আকারে এই সকল ঈদও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না।

সুতরাং আমাদের ঈদ, যাহা পবিত্র রমজান মাসের পরে আমরা উদ্‌যাপন করি, অথবা পবিত্র হজ্ব উপলক্ষে আমাদের জন্য 'ঈদুল আযহা' রূপে খুশীর আর এক মওকা আসে —এই সকল আনন্দের উপলক্ষ তো সেই 'সুবাহ সাদেক'-এর আবির্ভাবের সহিতই সম্পৃক্ত, যাহার সাক্ষাৎ যোগসূত্র সেই 'সেরাজে মুনীর'-এর সহিত সংযুক্ত, যাহা হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্বত্তায় আপন পূর্ণ দীপ্তি ও জ্যোতির্বিকাশের সহিত বিরাজমান। কিন্তু এই সকল খুশীর সঙ্গে কুরবানীর সম্পর্ক রহিয়াছে, এই সকল আনন্দের সহিত মহান জিম্মাদারী সমূহ পালনের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, এই সকল চিত্তপ্রসাদের সহিত মুমেন সুলভ আত্মত্যাগের নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই সকল খুশীর সহিত, আত্মভোলা প্রেমিক সুলভ আত্মোৎসর্গের বিষয় জড়িত রহিয়াছে, এই সকল আনন্দের সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি কুরবান হওয়ার সত্যিকার উদ্দীপনাময় আবেগের সম্পর্ক রহিয়াছে। মোট কথা, এই সকল অনন্দোৎসবের সহিত – যেভাবে

ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে —ইসলামকে. বিশ্বব্যাপী প্রসার ও প্রাধান্য দানের উদ্দেশ্যে সেই সকল চূড়ান্ত কুরবানী পেশ করার বিষয় সম্পৃক্ত রহিয়াছে, যে সকল কুরবানী পেশ করার জন্য ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার অভিযান আজ জামাত আহমদীয়ার ব্যক্তিবর্গের নিকট দাবী জানাইতেছে।

সুতরাং ঈদ তো প্রকৃত পক্ষে আমাদের নিকট হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিবার পর আমাদের পক্ষ হইতে আরও অনেক কিছু পেশ করিবার উদ্দেশ্যেই উদ্‌যাপিত হয়। ঈদ তো প্রকৃতপক্ষে এ কথার স্বাক্ষর ও প্রতীক স্বরূপ যে, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহক্রমে বিগত কুরবানীসমূহের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা কিছু লাভ করিলাম। অতঃপর ঈদ আমাদের এই সংকল্পকে চিহ্নিত করে যে. আমরা আমাদের রব্বে-গফুর ও রব্বে করীমের. নিকট হইতে যাহা কিছু হাসিল করিতে পারিয়াছি, উহাতে আরও বৃদ্ধি সাধণের জন্য আল্লহতায়ালার রহমত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কুরবানী পেশ করিব এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের মুজাহেদা ও প্রচেষ্টাকে সতেজ ও ত্বরান্বিত করিব. যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইমাম মাহদী হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এক স্থানে বলিয়াছেন এবং বস্তুতঃ উহাই আমাদের ঈদ। তিনি বলেন :—

"নিশ্চিত জানিবে, ঐশী সাহায্য লাভের সময় আগত এবং আমার এই কর্যক্রম মানুষের পক্ষ হইতে (পরিচালিত) নয় এবং কোন মানবীয় পরিকল্পনা ইহার ভিত্তি স্থাপন করে নাই। বরং ইহা বস্তুতঃ সেই 'সুবাহ সাদেক'-এর উদয়, যে সম্বন্ধে পবিত্র লিপি সমূহে পূর্ব হইতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। খোদাতায়ালা অতীব প্রয়োজনের সময়ে তোমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন অচিরেই তোমরা কোন এক মারাত্মক গহ্বরে গিয়া পতিত হইতে চলিয়াছিলে। কিন্তু তাঁহার সস্নেহ হস্ত তোমাদিগকে ত্বরিৎ তুলিয়া লইয়াছে। শোকর কর এবং খুশীতে আস্ফালন কর, কেননা আজ তোমাদের সজীবতার দিন আসিয়াছে খোদাতায়ালা তাঁহার দ্বীনে-ইসলামের উদ্যানকে, যাহা পুণ্যাত্মাগণের রক্তের দ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। তিনি কখনও ইহা চাহেন না যে, পরজাতিসমূহের ধর্মগুলির ন্যায় ইসলামও প্রাচীণ গল্প-গুজবের এক আকর বা সমষ্টিতে পরিণত হউক, যাহার মধ্যে মওজুদ বরকত ও বর্ত্তমান কল্যাণের লেশ মাত্র না থাকে। তিনি আঁধারের পূর্ণ প্রাধান্যের সময়ে স্বীয় পক্ষ হইতে নূর প্রেরণ করেন। অন্ধকার রাত্রির পর কি নতুন চন্দ্রদোয়ের প্রতীক্ষা করা হয় না? তোমরা কি অমাবশ্যার রাত্রিকে, যাহা আঁধারের শেষ রাত্রি, প্রত্যক্ষ করিয়া এই সিদ্ধান্ত দান কর না যে, আগামীকাল নতুন চন্দ্রের উদয় হইবে। আক্ষেপ, তোমরা এই পৃথিবীর বাহ্যিক প্রাকৃতির বিধানকে তো খুব বুঝো, কিন্তু সেই রুহানী প্রাকৃতির বিধান সম্বন্ধে, যাহা উহারই সমতুল্য, সম্পূর্ণ অজ্ঞ।" ('ইযালা আওহাম'—প্রথম খণ্ড, পৃ : ৫০৪)

এখন দেখুন, তাঁহার এই এরশাদ—"খোদাতায়ালা তাঁহার দ্বীনের উদ্যানকে, যাহা পুণ্যাত্মাগণের রক্তের দ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছিল, কখনও বিনষ্ট হইতে দিতে চাহেন না"—তেমনি তাঁহার এই উক্তি যে, "তিনি কখনও চাহেন না. যে অপরজাতি সকলের ধর্মাবলীর ন্যায়

ইসলামও প্রাচীন কিস্‌সা ও গল্প-গুজবের এক আকর বা সমষ্টিতে পরিণত হউক, যাহাতে মওজুদ বরকত ও বর্তমান কল্যাণের কোন কিছুই বিদ্যমান না থাকে"—বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যে বরকত ও কল্যাণ হইতে উম্মতে-মুসলেমার এক বৃহদাংশ বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা পুনরায় উম্মতে-মুসলেমার মধ্যে জামাত আহমদীয়া লাভ করিয়াছে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দ্বারা এমন এক জাতি তৈরী হইয়াছে, যাহারা এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহারা ইসলামের উদ্যানে পুনরায় সজীবতার উপকরণ ঠিক সেইরূপেই সৃষ্টি করিবে, যেরূপে পূর্ববর্তীগণ এই বাগানকে তাঁহাদের রক্তের দ্বারা সিঞ্চন করিয়া উহার সজীবতা ও সৌন্দর্য্যের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আমাদের এই ঈদ কুরবানীর দুইটি যুগের মধ্যবর্তীকালেই আসিয়া থাকে। কিন্তু একজন মুমেনের চেহারায় পূর্ববর্তী ও মকবুল কুরবানীর পরিণামে অবসাদ ও শ্রান্তির সেই সকল চিহ্ন প্রকাশ পায় না, যেগুলি সাধারণতঃ দুনিয়াদার ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর তাহাদের চেহারায় মানুষ দেখিতে পায়। তেমনি মুমেনের অন্তরে কোন রকম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠারও সৃষ্টি হয় না, ইহা ভাবিয়া যে তাহাকে এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক কুরবানী পেশ করিতে হইবে। বরং আল্লাহতায়ালার মহান ফজল ও অনুগ্রহরাজী লাভ করিবার পর এবং সেই সকল মহান রহমত হাসিলের পর, যেগুলি কুরবানীর ফলশ্রুতিতেই নিরূপিত হইয়া থাকে, মুমেনের মুখমণ্ডল সেই সজীবতা, প্রফুল্লতা, খুশী ও প্রসন্নতার চিহ্নাবলী এবং শান্তি ও স্বস্তি পরিদৃষ্ট হয়, যাহা তাহার চেহারায় স্বতঃই প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত। কেননা সে তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাহার রব্বে-করীমের ক্রোড়ে উপবিষ্ট থাকিয়া অতিবাহিত করে

ইসলাম আমাদিগকে বলে যে, তোমাদের জন্য দুইটি জান্নাত প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি সেই জান্নাত, যাহা এই ইহলৌকিক জীবনের সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ, একটি সেই জান্নাত, যাহার মধ্যে, উহা জান্নাত হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষা, সংকট ও আযমায়েশ বিদ্যমান থাকে। অন্য কথায়, এই দুনিয়াবী জান্নাতে আল্লাহতায়ালা কখনও ধন-সম্পদ ফেরৎ লইয়া পরীক্ষা করেন। কখনও (কুরআন করীম বলে,) অন্যান্যদের মুখ দিয়া তোমাদের ক্লেশদানের উপকরণ সৃষ্টি করা হইবে। কখনও (ইসলাম বলে,) তোমাদের পরীক্ষা তোমাদের রক্তের কুরবানীর দ্বারা গ্রহণ করা হইবে। কখনও বলে, তোমাদের ধন-দৌলত ছিনাইয়া লওয়া হইবে, কিন্তু তোমাদের চেহারার দীপ্তি ও প্রফুল্লতা এবং হাসি কেহ ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। ইসলাম বলে, কখনও এই প্রকারের কুরবানী দিতে হইবে, আর কখনও অন্যপ্রকারের কুরবানী দিতে হইবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রকারের কুরবানী সত্ত্বেও, এই সমস্ত প্রকারের সংকট ও পরীক্ষা সত্ত্বেও (মুমেনের জন্য) এই দুনিয়াবী জীবনকে জান্নাত বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা

চিন্তা করিবার বিষয়। একজন মুমেন তো ইহাকে জান্নাত হিসাবেই অনুভব করে। কেননা, যাবতীয় পরীক্ষা ও সংকট তাহার হৃদয়ে আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসাকে আরও উদ্দীপিত করে। যে ব্যক্তির হৃদয়ে এই একীন বিরাজ করে যে সে তাহার রব্বে-করীমের নিকট হইতে তাঁহার সন্তোষ ও প্রীতি হাসিল করিতেছে, সে এই সকল পরীক্ষা ও সংকট এবং কুরবাণীকে কোন কিছুই মনে করে না। সে এগুলিকে তাহার পথের কণ্টক মনে করে না বরং এসকল তাহার নিকট পথের ফুল হিসাবে প্রতীয়মান হয়। কেননা ইহাদের ফলশ্রুতিতে আল্লাহতায়ালার প্রীতির অতীব সুন্দর জ্যোতির্বিকাশ সমূহ তাহার নিকট দৃশ্যমান হয়। সেইজন্যই পরকালীন জান্নাত সম্পর্কে যে কথাগুলি বলা হইয়াছে, তাহা ইহকালীন জান্নাত সম্পর্কেও বলা হইয়াছে। যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেন—

وجوه يومئذ مسفرة - ضاحكة مستبشرة - (عبس ٣٩، ٤٠)

অর্থাৎ, "কতকগুলি চেহারা সেই দিন রুহানী প্রফুল্লতায় সমুজ্জল হইবে, হাসিখুশী ও আনন্দ মুখর হইবে।"

হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমানের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও প্রফুল্লতার সঞ্চার হয়, তাহার জন্য আর কোন কিছুরই অশংকা থাকে না। বস্তুতঃ আনন্দ ও প্রফুল্লতা মনবহৃদয়ে সৃষ্টি হয় এবং তাহার চেহারায় প্রস্ফুটিত হয়। সেইজন্যই জামাত আহ্‌মদীয়ার এক বিশেষত্ব এই যে, দুনিয়া যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করুক না কেন, উহা তাহাদের চেহারায় উদ্ভাসিত হাস্য তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহা দুনিয়ার ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার। এজন্য যে, আহ্‌মদীগণের চেহারার হাসি, আনন্দ ও প্রফুল্লতার আবেগসমূহ তাহাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ ও প্রতিটি রন্ধ্র হইতে উৎসরিত হইতেছে। উহাদের উৎস কাদের ও তওয়ানা খোদাতায়ালার পবিত্র স্বত্তা, যিনি সর্বশক্তিমান। ইহার মোকাবেলায় যে সকল পরীক্ষা ও সংকট আছে, উহাদের উৎসও এলাহী অভিপ্রায়। ইহা তো ঠিক। কিন্তু উহাদের সম্পর্ক এক হিসাবে খোদাতায়ালার মখলুকের সাহতও বটে, যাহাদের সম্বন্ধে আমরা বলি যে, হে খোদা! ইহাদের প্রতিও অনুগ্রহ বর্ষণ কর। কেননা ইহারা যে সব কার্যকলাপ করিতেছে তাহা এজন্যই করিতেছে যে ইহারা বুঝে না। ইহারা না তো ইহাদের মোকাম ও মর্যাদার সহিত পরিচিত, না তো ইসলামের মাহাত্ম্যের প্রতি ইহাদের কোন লক্ষ্য আছে এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর শান ও মর্যাদা উপলব্ধি করিতেও ইহারা অক্ষম। অথচ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সমগ্র উম্মতে-মুসলেমার মধ্যে সেই একক ব্যক্তি, যাঁহার প্রতি হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় সালাম প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ তাঁহার কদর করে না এবং তাঁহার মকাম ও মর্যাদা বুঝে না। এতদসত্বেও আমরা তাহাদের জন্য দোওয়া করি যে, হে খোদা! যেভাবে তুমি আমাদের জন্য এখানে ইহকালীন জান্নাতের উপকরণও সৃষ্টি করিতেছ, সেই ভাবে তুমি আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্যও ইহকালীন জান্নাতের উপকরণ সৃষ্টি কর, যাহাতে উহার পর তাহাদের জন্য পরকালীন জান্নাতের উপকরণও সৃষ্টি হইতে পারে।

সুতরাং আমাদের চেহারা তো সর্বদা হাসিউজ্জ্বল চেহারা। আমাদের চেহারার প্রসন্নতাকে ছিনাইতে পারে এমন কোন সন্তান কোনও মাতা জন্ম দেয় নাই। এজন্য যে, আমাদের কর্ণকুহরে সর্বক্ষণ খোদাতায়ালার প্রেমের বাণী পতিত হইতেছে। এজন্য যে, খোদাতায়ালা আমাদিগকে সেই 'সুবাহ সাদেকের' আলোকমালা দেখার এবং চেনার তওফিক দান করিয়াছেন, যাহা ইসলামের আখেরী গালাবা ও চূড়ান্ত বিজয়ের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছিল। সুতরাং যে ব্যক্তির 'অনাদি ও অনন্ত নূরের' কিরণসমূহ লাভ করার সুযোগ ঘটিয়াছে, সে জুলমাত ও অন্ধকাররাশীকে ভয় করিতে পারে না। কেননা, সে তো স্বয়ং এক সমুজ্জল মিনারে পরিণত হইয়া যায়। সমুজ্জল মিনারের চারিদিকে আঁধার ভিড়িতে পারে না। আঁধারের আক্রমণ, যাহা কখনও মুখ (জবান) নিঃসৃত অন্ধকারের, কখনও হস্ত সম্প্রসারিত অন্ধকারের, আর কখনও অত্যাচারমূলক পরিকল্পনা স্থূলভ অন্ধকারের রূপ ধারণ করে, উহা নূরের মিনার সমূহের চারিদিক যে নূরের ছটা বিরাজ করে, উহাকে তিরোহিত করিতে পারে না। বরং এই সকল অন্ধকার নিকটে ভিড়িবার প্রয়াস পাইলেও আবার পলায়নরত হয়। সেইজন্য আমাদের মুখমণ্ডল উক্ত আয়াতে-করীমা অনুযায়ী আজও ঈদের এই বাহ্যিক লক্ষণ হিসাবে مُسْفِرَة (মুসফেরাতুন) অর্থাৎ রুহানী আনন্দ-উল্লাসে সমুজ্জল। আমরা হাসি, আমরা আনন্দিত। এজন্য যে, আমাদের রব্বে-কারীমের প্রীতি আমাদের হাসিল হইয়াছে। আমাদিগকে এ প্রত্যয় ও নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে যে, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের যুগ আসিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, সেই যাবতীয় শুভ-সংবাদ, যাহা এই বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, একটি জামাত সৃষ্টি করা হইবে, যাহার মাধ্যমে ইসলাম সারা জগতে বিজয় লাভ করিবে, সেই সকল শুভ-সংবাদ পূর্ণ হওয়ার সময় আসিয়াছে। আমরা খোদাতায়ালার আজেয ও বিনীত বান্দা। আমরা দুর্বল ও গোনাহ্গার বান্দা। আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। কিন্তু আমাদের প্রতি খোদতায়ালার এই ফজল ও অনুগ্রহ আছে যে, তিনি তাঁহার পূর্ণতম প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসলামের গালাবা ও বিজয়ের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে নির্বাচিত ও মনোনীত করিয়াছেন। আমাদের দেল্ তাঁহার হাম্দে পরিপূর্ণ। আমাদের প্রতিটি শক্তি এবং আমাদের প্রতিটি বস্তু (তাঁহারই ফজল ও অনুগ্রহে আমরা যেগুলির অধিকারী হইয়াছি) তাঁহার পথে কুরবাণ ও উৎসর্গ হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। সুতরাং ইহা সেই কওম, যাহারা আনন্দ চিত্তে সহাস্য বদনে ঈদসমূহ উদ্যাপন করতঃ ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের রাজপথে ক্রমাগত আগাইয়া যাইতে থাকিবে। সেইজন্য হে খোদাতায়ালার প্রিয় জামাত! খোদা তোমাদের জন্য এই ঈদকে এবং ইহার পরেও প্রত্যেকটি ঈদকে মোবারক করুন এবং তাঁহার প্রীতিকে অধিকতর তোমাদের নসীব করুন।

আহ্মদী

৩১শে আগষ্ট, ৭৮ইং

খোৎবা সানিয়ার পর হুজুর (আই:) বলেন : এখন আমরা দোওয়া করিব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি দোওয়ায় শামিল হউন। আল্লাহতায়ালা যে সকল ওয়াদা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদের জীবদ্দশাতেই পূর্ণতালাভের অধিকতর উপকরণ সৃষ্টি করুন। ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের আনন্দই আমাদের প্রকৃত আনন্দ। সেই আনন্দে আমরা নিজেরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যেন বেশীরও বেশী অংশ লাভ করিতে পারে। তেমনিভাবে আমাদের পরিবার-পরিজন যেন বংশপরাম্পরায় খোদা তায়ালার পথে সর্বপ্রকারের কুরবানী পেশ করিতে থাকে এবং তাঁহার প্রীতি ও সন্তোষ অর্জনকারী হয়। আসুন দোওয়া করিয়া লই।

[সপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান), ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৪ ইং হইতে অনুদিত]

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ফিৎরানা ও ফিদিয়া

সাদাকাতুল ফিৎর বা ফিৎরাণা যদিও বাহ্যতঃ একটি ক্ষুদ্র বিষয় বলিয়া মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়, কেননা ফিৎরাণা হুকুল-এবাদ সম্পর্কিত ইসলামী আহকামের অন্তর্গত! সেইজন্য ইহা মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং বাচ্চাদের উপর, এমনকি নবজাত শিশুর পক্ষ হইতেও আদায় করা ওয়াজেব করা হইয়াছে। ইহার পরিমাণ প্রত্যেক সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তির জন্য আরবী পরিমাপ এক সায়া; অর্থাৎ প্রায় পনে তিন সের শষ্য বা উহার দাম ধার্য করা হইয়াছে। যদি কেহ পূর্ণহারে আদায় করিতে অপরাগ হন তাহা হইলে অর্ধ হারেও আদায় করিতে পারেন।

চাউলের কনট্রোল দর অনুযায়ী এইবার মাথাপিছু ৫/০০ (পাঁচ টাকা) হারে ফিৎরানা ধার্য করা হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য এমন কি এক দিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরাণা দেওয়া লাজেমী। সকল ফিৎরাণা আদায় করিয়া উহা স্থানীয় জামাতে অভাবী পরিবারের মধ্যে ঈদের পূর্বে বিতরণ করিবেন। যে জামাতে স্থানীয়-ভাবে ফিৎরানা পাইবার অভাবী আহমদী নাই, সেই জামাত সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবে।

যাহারা শারিরীক কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহারা মাসিক কমপক্ষে ১০০/০০ (একশত) টাকা হারে ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের একাংশ রোজা চলাকালীন স্থানীয় গরীব আহমদীয়া ভ্রাতাগণের সাহায্য হিসাবে দিবেন, বাকী টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

ঈদ ফাণ্ড

সৈয়দনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামানা হইতে এশায়াতে-ইসলামের উদ্দেশ্য উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য কমপক্ষে প্রতিজনে এক টাকা হারে নির্ধারিত আছে। এজন্য বন্ধুগণ এই ফাণ্ডেও বেশীরও বেশী চাঁদা আদায় করিয়া আল্লাহতায়ালার সন্তোষভাযন হউন এবং ঈদের প্রকৃত আনন্দ অর্থাৎ ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভের আনন্দে অংশ গ্রহণ করুন।

ক্রোশে জিন্দা, কাশ্মীরে দাফন

—চৌধুরী আবদুল মতিন

১। তৌহিদ প্রচারের তুফানে কাঁপিছে গীর্জ্জার সর্বোচ্চ চুড়া
'কাস্‌রে-সলিব' ধ্বংস-ক্রিয়ায় ত্রিত্ববাদের লয়
ভূ-কম্পে যেন নড়বড় হল খৃষ্টানত্বের গোড়া
লণ্ডনে উড়িল কমর-পতাকা—ইসলামের বিজয়
পৌপ-সাম্রাজ্যের আকাশে-বাতাসে জাগিল অজানা ভয়।
'আর কতকাল ইহুদী-খৃষ্টান তাকিয়ে আকাশের পানে
আকাশ হইতে আসিবেনা কেউ তোমাদের পরিত্রাণে!'

২। শলকা-বিদ্ধ দু'হাত ছড়িয়ে ইবনে মরিয়ম—মশিহ্
ব্যথার ক্রন্দনে আরজ করিল: 'এলিহ এলিহ লামা শবক্তানী।'
প্রেমিক-হৃদয়ের রোদন-ধ্বনি আল্লাহ্‌র আরশে পশি
আনিল মুক্তি মৃত্যু হইতে, যথা ভবিষ্যত বাণী
অভিশপ্ত মৃত্যু নবীর নহে, জানিত শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী।
তবু কেন 'দজ্জালের' ধাঁধাঁয় পড়ি' 'ভাল মানুষ' মুসলমান
আকাশে তুলিয়া ইশু-মশিকে বাড়াল পাদ্রীর মান!

৩। ভূতলে লুটায়ে ক্রোশ-দণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়ে
'খিঞ্জীর বধের' ভয়ে পালাল 'কাদার' দরবার হতে
হাজার সালের দজ্জালী ধাঁধাঁ উড়ে গেল ধোঁয়া হয়ে
বিপথের মানুষ পথে ফিরিল হাওয়াই ব্যোমযান রথে
মসিহ মওউদের যামানা ভর্ত্তি বিজ্ঞানের আলামতে
ডান-চোখ-কানা দজ্জাল ও তার চেঁচিয়ে চলার গাধা
যে দিকে তাকায় সেদিকে দেখিছে মাহদীর অনুচরে বাঁধা।

৪। আসমানী দ্যুত মাহদীর খলিফা হলেন আবির্ভূত
আন্তর্জাতিক সভার ফরমান তখনও ছিল বাকী
আগমনে তাঁর সবার হৃদয়ে সত্যালোক সঞ্চারিত
'ফেরাওনী সর্পের যাদুকরী পেঁচ' খুলে গেল—সব ফাঁকি
সবাই তাকাল পাদ্রীর হাতে আরও কিছু আছে না কি!
সভার সিদ্ধান্তে সকলই ছুটিল 'পৃথিবীর স্বর্গ' পানে
'যীশু' আবিষ্কৃত 'রাজাবল' বাগে—শ্রীনগর উদ্যানে।

৫। আবিষ্কার নহে, আবিষ্কার নহে, মাহদীর অভিজ্ঞান
প্রজ্ঞ, বিজ্ঞ দার্শনিকদের বহু উর্দ্ধ স্তরে
পর্ব্বত-গরী লঙ্ঘনে যীশুর 'যেয়ারতের' গুপ্ত স্থান
এলহাম-অজ্ঞ পৃথিবীর পণ্ডিত জানিবে কেমন করে
ঐশী জ্ঞানের সমর্থন ঘটিবে বহু গবেষণার পরে।
আর খোঁজিবে না প্রতারিত মানব ত্রিত্ববাদে পরিত্রাণ
তৌহিদ-বার্তায় জন্মিয়েছে ইসলাম বিশ্ব-শান্তির ধ্যান।

কায়রো বিতর্ক

মুসলিম বনাম খৃষ্টান ঃ

(দ্বিতীয় পর্যায়)

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় আমেরিকান মিশনের প্রশস্থ ম্যানশনে অবস্থিত ডঃ ফিলিপসের বাসগৃহে। আমরা দু'ঘন্টারও অধিককাল ধরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। আমাদের এই বিতর্কের মধ্যে যে যুক্তিগুলি আমি তুলে ধরি তা নিম্নে পেশ করলাম। এই সকল যুক্তির একটিও নাকচ করতে পারেননি ডাঃ ফিলিপস। সংক্ষেপে আমাদের আলোচনার বিবরণ হচ্ছে :

খৃষ্টান : যীশু ছিলেন ঈশ্বর এবং ঈশ্বর পুত্র। পিতা ছাড়াই গর্ভে সঞ্চারণ ও জন্মগ্রহণের জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মুসলিম : আদমের জন্ম সম্ভব হয়েছিল পিতা ও মাতা ছাড়াই। তাতে কি তিনি ঈশ্বর পুত্রের চেয়ে বড় বলে স্বীকৃত হবেন? তেমনিভাবে, সালেমের রাজা মল্কীযেদেক (Melchiz·edek) সম্পর্কে দেখা যায় যে,

"তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, পূর্ব পুরুষাবলী নাই; আয়ুর আদি কি জীবনের অন্ত নাই, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত; তিনি নিত্যই যাজক থাকেন।" (ইব্রীয় ৭ : ৩)

খৃষ্টান : সুসমাচারে এমন বিস্তর বর্ণনা আছে যেখানে যীশুকে 'ঈশ্বর পুত্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (এই উক্তির স্বপক্ষে ড: ফিলিপস কিছু উদ্ধৃতি পেশ করেন)

মুসলিম : আমরা এই শ্লোকগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারি না। আমরা এই কথাগুলির বা বাক্যাংশগুলির ব্যাখ্যা করতে চাই এবং তা দু'টি কারণে—

(১) যীশু নিজেই 'ঈশ্বর পুত্র" কথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। সেই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে দেখা যায় তিনি অন্যান্য ভাববাদীগণের চাইতে মর্যাদায় বড় ছিলেন না। বরং আসলে অনেক ভাববাদী বা নবীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাই লিখিত আছে :

'আমি ও পিতা আমরা এক। ইহুদীরা আবার তাঁহাকে মারিবার জন্য পাথর তুলিল। যীশু উত্তর করিলেন, পিতা হইতে তোমাদিগকে অনেক উত্তম কার্য দেখাইয়াছি, তাহার কোন কার্যের জন্য আমাকে পাথর মার? ইহুদীরা উত্তর করিল, উত্তম কার্যের জন্য তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু ঈশ্বর-নিন্দার জন্য, কারণ তুমি মানুষ হইয়া নিজেকে

ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ, এই জন্য। যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমাদের ব্যবস্থায় কি লিখিত নাই, "আমি বলিলাম, তোমরা ঈশ্বর"? যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল তিনি যদি তাহাদিগকে ঈশ্বর বলেন (শাস্ত্রের তো আর খণ্ডন হইতে পারে না), তবে যাহাকে পিতা পবিত্র করিলেন ও প্রেরণ করিলেন, তোমরা কি তাঁহাকে বল যে তুমি ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছ, কেননা আমি বলিলাম যে আমি ঈশ্বরের পুত্র?" (যোহন—১০ : ৩০—৩৬)

এ থেকে সুস্পস্টরূপে প্রকাশিত হয় যে, ইহুদীরা যীশুকে মানুষ হিসাবেই জানতো এবং মনে করতো যীশু নিজে ঈশ্বর বনবার দাবী করে ঈশ্বর-নিন্দার পাপ করেছিলেন। যীশু যদি আসলেই ঈশ্বর হতেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই তা সরাসরি দাবী করতে পারতেন কিন্তু জবাবে তিনি যা বলেছিলেন তা হলো অতীতে ভাববাদী এবং সাধু ব্যক্তিদেরকে বলা হতো "তোমরা ঈশ্বর"; অতএব তাঁর পক্ষে ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হওয়ায় কোন দোষ নেই। অর্থাৎ, অতীতে যে অর্থে ভাববাদীগণকে ঈশ্বর বলা হতো সেই অর্থে তাকে ঈশ্বরের পুত্র বলাতে কোন ক্ষতি নেই। ঈশ্বরের পুত্র কথাটি একটি উপমা মাত্র, এটি কোন আক্ষরিক অর্থের বর্ণনা নয়।

(২) বাইবেলে 'ঈশ্বরের পুত্র' উপাধিটি অনেকের জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নের হাওয়ালাগুলো দেখুন :

"আর তুমি ফেরাউনকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল আমার প্রথম পুত্র, আমার প্রথম জাত।" (যাত্রা ৪ : ২২) "তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পুত্র।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ : ১) "ঈশ্বর আপন বাসস্থানে পিতৃহীনদের পিতা" (গীতসংহিতা ৬৮:৫)

"আমার নামের নিমিত্ত কে এক গৃহ নির্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব, এবং আমি তাহার পিতা হইব, এবং কে আমার পুত্র হইবে?" (২ শমূয়েল ৭ : ১৩—১৪) "আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তোমার পুত্র সলেমানই আমার গৃহ ও আমার প্রাঙ্গণ সমূহ নির্মাণ করিবে, কেননা আমি তাহাকেই আমার পুত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছি, এবং আমিই তাহার পিতা হইব" (১ বংশাবলি ২৮ : ৬) "সেই আমার নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবে, আর সে আমার পুত্র হইবে, আমি তাহার পিতা হইব।" (১ বংশাবলি—২২ : ১০) "ধন্য যাহারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।" (মথি ৫ : ৯)

"যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও।" (মথি—৫ : ৪৫)।

"আর পৃথিবীতে কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না, কারণ তোমাদের পিতা একজন, যিনি স্বর্গে আছেন। (মথি ২৩ : ৯)

"যে বিশ্বাস করে যে যীশুই সেই খৃষ্ট, যে ঈশ্বরের সন্তান, এবং যে জন্মদাতাকে প্রেম

করে সে তাহার জাত সন্তানকেও প্রেম করে।" (১যোহন ৫ : ১) "...ইনি ইনোখের পুত্র, ইনি শেঠের পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।" (লুক ৩ : ৩৮) "কেননা তাঁহাতেই আমার জীবন, গতি ও সত্তা ; যেমন আমাদের কয়েকজন কবিও বলিয়াছেন, কারণ আমরাও তাঁহার বংশ " (প্রেরিত ১৭ : ২৮)

"কেননা, যতলোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।" (রোমান ৮ : ১৪) "আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।" (ঐ ৮ : ১৬)

"আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের যে সকল সন্তান ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, সেই সকলকে যেন একত্রিত করিয়া এক করেন, এই জন্য। (যোহন ১১ : ৫২) "কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরূপণও করিলেন ; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন। (রোমীয় ৮ : ২৯)

"তোমরা কি জাননা যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন।" (করিন্থীয় ৩ ১৬)

"এবং তোমাদের পিতা হইব, এবং তোমরা আমার পুত্র-কন্যা হইবে, ইহা সর্বশক্তিমান প্রভু কহেন " (২ করিন্থীয় ৬ : ১৮)

"তার এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা আমার লোক নহ, সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা হইবে, জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান।" (হোশেয় ১ : ১০)

"যেহেতু আমি ইস্রায়েলের পিতা, এবং ইফ্রয়িম আমার প্রথম জাত পুত্র।" (যেরেমিয় ৩১ : ৯)

উদ্ধৃত এই শ্লোকগুলি থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বাইবেলে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলতে প্রেম ও মমতাকে বুঝান হয়েছে। এবং ইহাও নিঃসন্দেহে সত্য যে, যীশু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ছিলেন একজন খোদাতায়ালার নবী।

খৃষ্টান : পুরাতন নিয়ম থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, যীশুর মর্যাদা ছিল ঈশ্বর ও সদাপ্রভুর মর্যাদার সমান।

মুসলিম : এটা একটা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। (দেখুন—মথির ভাষ্য অনুবাদ : ১৭৮ পৃষ্ঠা) কায়রোর নাইল পাবলিশিং হাউস কতৃক প্রকাশিত)। না তো মসিহ নিজে, তিনি কে ছিলেন, সে ব্যাপারে কিছু বলেছেন ; না 'পুরাতন নিয়ম' তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে স্পষ্টরূপে কিছু বলেছে।

খৃ : গ্রন্থে তো বলা আছে : "সুতরাং সদাপ্রভু স্বয়ং তাঁকে একটি নিদর্শন দান করবেন। দেখো একজন যুবতী নারী গর্ভধারণ করবেন, এবং এক পুত্র জন্ম দিবেন, এবং তাঁর নাম রাখবেন ইম্মানুয়েল। তিনি দধি ও মধু খাবেন, তিনি জানবেন কি করে কল্যাণকে পছন্দ করতে হয়।"

আহমদী

৩১শে আগষ্ট, '৭৮ইং

মু: ধরা যাক, এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর মধ্যেই পূর্ণ হয়েছে। তাহলেও তো এতে এমন কিছু বলা নেই যে, যীশু ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন! আসলে এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর বেলায় প্রযোজ্য নয়। তার কারণ হলো: ১) যীশুর মা তাঁর নাম 'ইম্মানুয়েল' রাখেন নি। 'ইম্মানুয়েল' অর্থ 'খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন'। এবং এই কথাটা যীশুর জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ তিনি যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠেছিলেন ;

"আর নবম ঘটিকার সময় যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, "এলো-ই লামা সাবাক-তানি"; যাহার অর্থ, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?
(মথি ১৫ : ৩৪)

আক্ষরিক অর্থেই হোক আর তত্ত্বগত অর্থেই হোক 'ইম্মানুয়েল' কথাটা যীশুর বেলায় খাটে না। এই বর্ণনার আসল লক্ষ্য হচ্ছেন মোহাম্মদ (সা:)। তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি ভয়াবাহ বিপদের মধ্যে যে বিপদে আবু বকরের মত একজন মহা-সাহসী মানুষও ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "দুঃখ করিও না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন আমাদের সঙ্গে।" (কোরআন ৯ : ৪০)

(২) এটা এখনও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নি যে, যীশু ধৃদি ও মধু খেতেন। এটা তো আপনার মত লোকের পক্ষে উচিত নয় যে, আপনি একটা দাবী করেন অথচ তার পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করবেন না।

খৃ: 'কুমারী' কথাটা যাবে কোথায়। যীশুর মা মরিয়ম ছাড়া আর কোন কুমারীই সন্তান জন্ম দেয় নি।

মু: নিঃসন্দেহে, আমরাও বিশ্বাস করি যে যীশু পিতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইহা করা হয়েছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যই তাঁর ক্ষমতাসমূহ সমাহীন যে যাই হোক যিশাইর (Isaiah। কেতাবে ববাহৃত হিব্রু শব্দটি শুধুমাত্র 'কুমারী'র বেলায় সীমাবদ্ধ নয়, সেখানে প্রতিটি শব্দটিযুবতী নারীর জন্যই ব্যহৃত হয়েছে তা সে কুমারীই হোক কিম্বা বিবাহিতা।

খৃ: আমি মনে করি এ ব্যাপারে আহ্‌মদীরা জার্মান নাস্তিকদের সমালোচনার দ্বারাই প্রভাবান্বিত।

মু: আমার ও আমাদের জানা নাই যে, এ ক্ষেত্রে জার্মান পণ্ডিতরে মতকেই সমর্থ করেন কি না। আমি যা বলছি তা হিব্রু ভাষা থেকেই বলছি। হিব্রু অভিবাধন আমার বক্তব্যকেই সমর্থন করে এই একই শব্দ ব্যবহার করা আছে—হিতোপদেশে (৩০ : ১৯) আরবীতে ইহার অনুবাদ করা হয়েছে "যুবতী নারী"।

(বাকী অংশ কভার পেজের ভিতর পাতায় দেখুন)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের চাঁদা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

জনাব প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মুয়াল্লেম সাহেব,
আঞ্জুমানে আহমদীয়া,... ... ...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ্‌তায়ালার নবী বা তাঁহার খলিফার পদধূলির দ্বারা এদেশ আজও ধন্য হয় নাই। কিছু কম দুই বৎসর পূর্বে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-কে আমাদের পক্ষ হইতে এদেশে শুভাগমনের দাওয়াত নিবেদন করিলে হুজুর আকদাস (আইঃ) ঢাকায় কেন্দ্রীয় মসজিদ বানাইতে বলেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার খলিফার ডাক জামাতের ভগ্নি ও ভ্রাতাগণের নিকট পৌঁছান হয়। তাঁহারা শত, হাজার এবং কেহ কেহ লক্ষের অংকেও ওয়াদা দেন। মুখলেস ভগ্নি ও ভ্রাতাগণ তাঁহাদের ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। যাজাকুমুল্লাহো আহসানাল জাযা। কতক এখনও পূর্ণ করেন নাই। এ ছাড়া মফস্বল জামাতগুলির উপর তাঁহাদের সংগতি অনুযায়ী চাঁদা ধার্য করা হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে এ যাবৎ সাড়া কম আসিয়াছে। অদ্যাবধি সর্বমোট ৫,৮১,৯৬০/৫১ টাকা নগদ পাওয়া গিয়াছে এবং খরচ ৬,৮৭,৩২৯/০৪ টাকা হইয়াছে। হিসাব মুলে ১,১০,৫৮৫/৫৩ টাকা ঋণ হইয়াছে, মসজিদের নির্মাণ কার্য্য প্রায় সমাপ্ত। ফিনিশিং-এর সূক্ষ্ম কাজ বাকী আছে। তাহা ছাড়া হযরত আকদাস (আইঃ)-এর জন্য তাঁহার প্রদত্ত অনুমতি অনুযায়ী মসজিদের তেতলায় একটি রেষ্ট হাউস বানাইতে হইবে। এ সংবাদ গত প্রেসিডেন্ট কনফারেন্সেও জানান হইয়াছিল। ওয়াদাকৃত যে টাকা আদায় হয় নাই এবং মফস্বল জামাতগুলির উপর যে চাঁদা ধার্য করা হইয়াছে, উহা সংগৃহীত হইলে ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট কাজগুলি অচিরে সুসম্পন্ন হইবে এবং ঋণও শোধ হইয়া যাইবে। ইনশাআল্লাহ আমরা হুজুর (আইঃ)-কে আমাদের মধ্যে পাইতে পারিব। তাই যাহাতে অবিলম্বে আমাদের বাকী কাজ দ্রুত সুসম্পন্ন হয় এবং ঋণ শোধ হয়, তাহার জন্য ঐ সকল ভ্রাতা যাঁহারা ওয়াদা দিয়াছেন অথচ পূর্ণ করেন নাই এবং মফস্বল জামাতগুলি তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবেন এবং প্রয়োজনীয় টাকা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ভাজন হইবেন।

দ্বিগ্‌বিজয়ী বাদশাহ আলেকজাণ্ডার মৃত্যু সময়ে তাহার বিশাল সাম্রাজ্য অর্জনের পিছনে জীবনভরা সংগ্রামের অসারতা উপলব্ধি করিয়া পারিষদ ও পরিজনবর্গকে উপদেশ দিয়া যান যে, যখন তাবূতে শোওয়াইয়া তাহার লাশ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য লইয়া যাইবে, তখন তাহার দুইখানি খোলা হাত তাবূতের বাহিরে ঝুলাইয়া দিবে, যাহাতে জগত দেখিতে পায়

যে, দ্বিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এ জগতের কিছুই সংগে লইয়া যাইতেছে না এবং ইহা হইতে যেন সকলে জীবনে সবক গ্রহণ করে।

প্রিয় ভ্রাতাগণ, উপরোক্ত পরিণাম একদিন সকলেরই আছে। আমার এবং আপনাদেরও। জাহেরাভাবে খালি হাতে আমাদের সকলকেই যাইতে হইবে। কিন্তু কোরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী কেহ জীবনে অর্জিত পাপের অদৃশ্য পাহাড় স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইবে আবার কেহ বা নেক আমলের জন্য প্রতিশ্রুত অদৃশ্য অফুরন্ত পুরস্কারের জয়মাল্য ভূষিত হইয়া যাইবে। আলেকজাণ্ডারের দুই খোলা হাত নিরাশার বাণী দিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুত্তাকী মোমেন, বিশেষ করিয়া যাহারা এ জগতে আল্লাহতায়ালার এবাদতের ঘর বানায় তাঁহাদের জন্য আল্লাহতায়ালা পরলোকে জান্নাতে উত্তম আবাস বানাইবেন!

সুতরাং প্রিয় ভ্রাতাগণ, বাংলাদেশে আল্লাহতায়ালার খলিফার প্রথম শুভাগমন ও পদার্পন উপলক্ষে নির্মাণরত মসজিদের জন্য আপনাদের ওয়াদাকৃত বা মফস্বল জামাত সমূহের উপর ধার্য্যকৃত চাঁদা সত্বর আদায় করিয়া আলেকজাণ্ডারের ন্যায় খালি খোলা হাতের পরিবর্তে আপনারা আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত অদৃশ্য কিন্তু নিশ্চিত আশীসে ভরা হস্তে পরলোকে প্রবেশের ব্যবস্থা এখন হইতে করিয়া রাখুন।

আল্লাহতায়ালা সকল ভ্রাতাকে মাহে রমজানের সকল প্রকার কল্যাণ ও মংগলে ভূষিত করুন। ওয়াসসালাম।

খাকছার—
মোহাম্মদ
আমীর,
বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া, ঢাকা

তাং ১৫/৮/৭৮ইং

১২/৮/৭৪ পর্যন্ত মসজিদ নির্মাণের আয় ব্যায় পরিস্থিতির বিবরণ

সংগৃহীত অর্থ ঃ

১) উসুলকৃত চাঁদা—	৫,৮১,৯৬০·৫১
২) রদ্দিমাল বিক্রয়—	১,০০০·০০
৩) ঋণ—	
ক) বাংলাদেশ আঞ্জুমান হইতে—	৬৮,২৮৫·৫৩
খ) ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে—	৪২,৩০০·০০
মোট—	৬,৯৩,৬০৬·০৪
মোট খরচ ঃ	৬,৮৭,৩২৯·০৪
উদ্বৃত্ত—	৬,২৭৭·০০
অনাদায়ী ওয়াদাকৃত চাঁদা—	৩,৭৭,০০০·০০

(কায়রো বিতর্কের অবশিষ্টাংশ)

(২০-এর পৃঃ পর)

খৃঃ আমি আর একটা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই; যাতে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হবে যে, যীশু ছিলেন 'ঈশ্বরের পুত্র, 'কেবলমাত্র নবী' বা পয়গাম্বর ছিলেন না: "কারণ, একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছে, একটি পুত্র আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ; এবং তাহারই স্কন্ধের উপরে রাজ্যভার থাকিবে এবং তাহার নাম হইবে 'আশ্চার্য উপদেশক' (wonderfull Counsellor) 'বিক্রমশালী ঈশ্বর' (Mighty God) 'চিরন্তন পিতা' (Everlasting Father) 'শান্তির যুবরাজ' (Prince of Peace)। দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে।" (যিশাইয় ৯ : ৬৭)

মুঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর মধ্যেই পূর্ণ হয়েছে বলে বিশ্বাস করার পক্ষে কোনো যুক্তি আছে আপনার? যীশুই কি সেই প্রতীক্ষিত "বিক্রমশালী ঈশ্বর', 'চিরন্তন পিতা'? আপনাদের ধর্মমতে যীশু তো 'পুত্র', 'পিতা' নন। বিক্রমাশালীও নন, পক্ষান্তরে চিরঅবনত, এমন কি যে—আপনাদের মতে—ইহুদীরা তাঁকে অসম্মানজনক অভিশপ্ত মৃত্যু দান করেছিল। তাছাড়া, যীশু তো "শান্তির যুবরাজ" ছিলেন না, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন "তোমরা কি মনে কর যে আমি জগতে শান্তি আনয়ন করিতে আসিয়াছি; আমি শান্তি আনিতে আসি নাই, আসিয়াছি তরবারি আনিতে।" (মথি ১০ : ৩৭)

খৃঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বতঃসিদ্ধ এবং ইহা নিশ্চিতরূপে যীশুকে ঈশ্বররূপে প্রতিপন্ন করে।

মুঃ আমি তো বলেছি আমরা মনে করি না যে এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর মধ্যেই পূর্ণ হয়েছে বা যীশুর মধ্যেই এর সঠিক প্রকাশ ঘটেছে। যা হোক, একটা জিনিষ আমার বলা দরকার যে এই কথাগুলি উপমার আকারেই বলা হয়েছে, এবং বাইবেল এই জাতীয় উপমায় ভরা। যেমন: "এবং সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি ফেরাউনের কাছে তোমাকে ঈশ্বর-রূপে নিযুক্ত করিলাম; এবং তোমার ভাই হারুণ তোমার নবী বা ভাববাদী হইবে।"

(যাত্রা ৭ : ১)

'তোমার পরিবর্তে সে লোকদের কাছে বক্তৃতা করিবে। বস্তুতঃ সে তোমার মুখ স্বরূপ হইবে, এবং তুমি তাহার ঈশ্বর স্বরূপ হইবে।" (যাত্রা ৪ : ৬)

"আমিই বলিয়াছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান (গীত-৮২ : ৬)

এটাই ছিল আলোচনার ধারা আর পরে শুরু হয় বকায়দা বিতর্ক। আশা না থাকলেও আমি আশা করেছিলাম যে শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক হয়ত শেষ পর্যন্ত আলোচনার মধ্যে যীশুর অলৌকিকত্বের কথা তুলবেন, কিন্তু বিষয়টাকে তিনি এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন। সুতরাং আমরা আপাততঃ, এ বিষয়ে আর কিছু বলা থেকে বিরত হলাম। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar